দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 1 1 JUN 2010

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ মাদরাসা শিক্ষা প্রসঙ্গ

রুহুল আমীন খান

বহু প্রতীক্ষিত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুমোদিত হল ২১ মে সোমবার, সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে। অচিরেই বাস্তবায়ন শুরু হবে এ নতুন শিক্ষানীতি এবং পুরোপুরি বাস্তবায়িত করতে সময় লাগবে ন্যূনতম পক্ষে ৯ বছর। আর তাতে ব্যয় হবে ৬৮ হাজার কোটি টাকা।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বয়স প্রায় ৪০ বছর। আর ইতিপূর্বে শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে ৯টি। কিন্তু কোনোটিই হয়নি বাস্তবায়িত। হিসাবে এটি ১০ম শিক্ষানীতি। আনুষ্ঠানিকভাবে এ শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠনের পর গত বছর ৮ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছিলেন, আমরা ৫ বছর ধরে কোনো শিক্ষানীতি প্রণয়নের চর্চা করতে চাই না। নীতি বাস্তবায়ন করতে চাই। ভুল-ত্রুটি হলে এর দায়-দায়িত্বও নিতে চাই। ১০ম শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে তার সে ঘোষণার বাস্তবায়ন দেখে আমরা আশান্বিত।

পরাধীন যুগে বিদেশী প্রভুদের প্রণীত ও চাপিয়ে দেয়া কোনো শিক্ষানীতি 'একটা স্বাধীন জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে না। একথা বার বার উচ্চারিত হলেও অর্থনীতি, রাজনীতিসহ বহু নীতির ক্ষেত্রেই আমাদের টানতে হচ্ছে গোলামী যুগের জের। ফলে আমরা হোঁচট খাচ্ছি বার বার। বাধাগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের উন্নতি, অগ্রগতি। এ অভিশাপ থেকে আমাদের মুক্তি অর্জন করতেই হবে। এজন্য যুগ-চাহিদা সামনে রেখে যেমন নীতি প্রণয়ন প্রয়োজন, তেমন প্রয়োজন তার বাস্তবায়ন। বৈষয়িক কোন নীতিই চূড়ান্ত নয়, চিরস্থায়ী নয়। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এর সংস্কার, এতে সংযোজন, বিয়োজন আবশ্যই হতে থাকবে। এ এক চলমান প্রক্রিয়া। এই অব্যাহত প্রক্রিয়ায় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি। বোধ-বিশ্বাসের প্রতি। শিক্ষানীতি ২০১০-এর মুখবন্ধে স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রীও এ কথার উল্লেখ করেছেন। তিনি দাবী করেছেন, এটা কোন দলীয় শিক্ষানীতি নয়- জনগণ তথা জাতির আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটিয়ে তৈরি করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি। তিনি আরো বলেছেন, শিক্ষানীতি কোনো অপরিবর্তনীয় বিষয় নয়, এর পরিবর্তন ও উন্নয়নের পথ সব সময়েই উন্মুক্ত থাকবে। কোনো ভুল-ত্রুটি হলে তা সংশোধন করা যাবে। এ ঘোষণার মধ্যে যে আন্তরিকতা ও উদারতার সুর প্রতিধ্বনিত অবশ্যই তা প্রশংসার্হ।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। বক্ষমান নিবন্ধে আমরা কেবল এর ৬ষ্ঠ অধ্যায় মাদরাসা শিক্ষা নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। এর আগে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অধ্যায়ের 'অসাম্প্রদায়িক' শব্দটি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা জরুরী মনে করি। আমরা পত্রিকায় দেখেছি, কোন কোন সম্মানীত ইসলামী চিন্তাবিদ তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে এ শব্দটি নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। আমাদের মতে, এ শব্দটির প্রয়োগে কোনো দোষ নেই। 'একটি অন্যায় কাজ, গর্হিত কাজ, ক্ষতিকর কাজ অন্য ধর্মের, বর্ণের, ভাষায়, দেশের লোকে করলে তাকে অন্যায় বলবো, দোষণীয় বলবো, তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবো কিন্তু সেই একই কাজ যদি আমার ধর্মের-বর্ণের ভাষার বা দেশের লোক করে আমি তার নিন্দা করবো না, বাধা দেব না, প্রতিহত করার চেষ্টা করবো না বরং তাকে সমর্থন দিয়ে যাব' এমনটি করাকেই বলে সাম্প্রদায়িকতা। এজন্যই প্রিয়নবী (সা.) বলেছেন, "লা আসাবিয়াতা ফিল ইসলাম"। অর্থাৎ ইসলামের সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। প্রিয় নবী (সা.) আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতার আহবান জানায় বা সাম্প্রদায়িকতার বশবর্তী হয়, তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু।" প্রিয়নবী (স.)কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! স্বধর্মের লোকদের প্রতি ভালবাসা কি সাম্প্রদায়িকতার অন্তর্ভুক্ত? জবাবে তিনি বললেন, না। সাম্প্রদায়িকতা হলো অন্যায় ও জুলুমের ক্ষেত্রেও স্বীয় সম্প্রদায়কে সহযোগিতা দান করা। আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে মুসলমানরা, বিশেষ করে পীর-আউলিয়া-দরবেশদের পদচারণায় ধন্য আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত। আজ গোটা বিশ্ব যেখানে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে বিষায়িত, সেক্ষেত্রে সেই বিষ যাতে এখানেও সংক্রামিত না হতে পারে তার প্রতিষেধক-ব্যবস্থা রাখাকে প্রশংসনীয়ই বলতে হবে।

সে যাই হোক, আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মাদরাসা শিক্ষা। গত ০৬/০৪/০৯ তারিখে গঠন করা হয় জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি। ০৭/০৯/০৯ তারিখে এ কমিটি তাদের খসড়া প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করে। সরকার এ প্রতিবেদনকেই চূড়ান্ত না করে ব্যাপক জনগণের মতামত গ্রহণের জন্য ওয়েবসাইট ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচার করে। মাদরাসা শিক্ষক ও কর্মচারীদের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন এই খসড়া শিক্ষানীতি, বিশেষ করে এর মাদরাসা শিক্ষা সংক্রান্ত অধ্যায় পর্যালোচনা করে মতামত দেয়ার জন্য দেশের বিখ্যাত বিখ্যাত মাদরাসাসমূহের অধ্যক্ষ, বিশিষ্ট মুহাক্কিক ওলামা ও মোদার্রেছীনের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি দেশের খ্যাতনামা পীর-মাশায়েখ, ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামী চিন্তাবিদদের সাথে শিক্ষানীতির মাদরাসা শিক্ষানীতিকে স্বাগত জানানো হয়েছে। কমি সদস্যগণ বলেন, আমরা দেখে আশ্বস্ত হয়েছি বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সুপা বহুলাংশে শিক্ষানীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাত শিক্ষানীতি ২০১০-এ মাদরাসা শিক্ষাকে জাতীয় শি ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়ে এই নীতিতে স্বার্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে, "মাদর

মাদরাসা শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে সরকার যে অত্যন্ত আন্তরিক এই শিক্ষানীতিই তার উজ্জ্বল প্রমাণ। তবে এই শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করতে হলে এর ফিডার ইনস্টিটিউশন ইবতেদায়ী মাদরাসাকে শক্তিশালী করার বিকল্প নেই। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহযোগিতার অভাবে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদরাসাসমূহ ও এর শিক্ষকগণের অবস্থা বড়ই করুণ। আসন্ন বাজেটেই করতে হবে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ। এদিকে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সংক্রান্ত ধারা-উপধারা নিয়ে বিশদ আলোচনা করতঃ একটি সুপারিশমালা তৈরি করে। কমিটির সদস্যগণ এই সুপারিশমালা জাতীয় শিক্ষানীতির অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা, শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ও সদস্যবর্গের সাথে একাধিকবার মতবিনিময় বৈঠকে মিলিত হয়। শিক্ষামন্ত্রীর সাথেও এ নিয়ে বৈঠক করে একাধিকবার। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের এই কমিটি সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট স্বার্থহীন ভাষায় এ বক্তব্য তুলে ধরে যে, মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাস ও কারিকুলামে ইতোমধ্যে বাংলা, ইংরেজী, অংক ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারপরও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসহ আরো যেসব বৈষয়িক অর্ন্তভুক্তির বিষয় যে প্রস্তাব শিক্ষানীতির বসড়ায় করা হয়েছে তার সাথেও আমরা দ্বিমত পোষণ করি না। তবে মাদরাসা-শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হলো কোরআন, হাদীস, উসূল, ফিকহ, আরবী ভাষা সাহিত্যে পারদর্শী হক্কানী আলেম, নায়েবে রাসূল সৃষ্টি করা। তাই এ সব বিষয় অবশ্যই মাদরাসায় পড়াতে হবে। এর কোনটিই ক্ষুণ্ন করা যাবে না। এতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা যাবে না। এর বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও ঐতিহ্য অবশ্যই বহাল রাখতে হবে। এগুলো পূর্ণমাত্রায় যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিদ্যমান রেখেই কেবল তার সাথে যুক্ত করতে হবে আধুনিক ও বৈষয়িক বিষয়াবলী। কমিটি প্রায় শতাব্দীকালের দাবী একটি এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ আরও কিছু সুপারিশ জাতীয় শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেয়।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুমোদিত হওয়ার পর পাসকৃত সেই শিক্ষানীতি নিয়ে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দীনের সভাপতিত্বে জমিয়াতের ষ্ট্যান্ডিং কমিটির এক সভায় এই শিক্ষায় ইসলাম ধর্মশিক্ষার সকল প্রকার সুযোগ উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। বলা হয়েছে, এ শিক্ষা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে "শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমা আল্লাহতায়ালা ও তার রাসূল (সা.)-এর প্রতি অট বিশ্বাস গড়ে তোলা।

● দ্বীন ও ইসলামের ঐতিহ্যের প্রচার ও প্রসারে জন্য অনুকরণীয় চরিত্র গঠন এবং ইসলাম ধর্মে বিভিন্ন দিক, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা ও অনুমোদিত পথে জীবন যাপনের জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করার উপযোগী কর শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা।

● শিক্ষার্থীদের এমনভাব তৈরি করা হবে যেন তারা ইসলামের আদর্শ মর্মবাণী ভাল করে জানে ও বোঝে সে অনুসারে নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই আদর্শ ও মূলনীতি প্রতিফলন ঘটায়।

এই শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে একে আর যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষে নেয়া হবে যাতে এ শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন প্রা সঞ্চারিত হয়।"

জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যগ জানিয়েছেন, আমরা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি যে, শিক্ষানীতিতে কৌশল শিরোনামের ৪ ধারায় বল হয়েছে: "সাধারণ শিক্ষার মত মাদরাসা শিক্ষা শিক্ষকদের বেতন-ভাতা কাঠামো নির্ধারণ করা হ এবং তাদের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযো সমভাবে উন্মুক্ত করা হবে।" ৬. ---"মাদরাসাগুলোতে পর্যায়ক্রমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার মতো শিক্ষক প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি সংগ্র সাপেক্ষে বিজ্ঞানাগার স্থাপন এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় সুবিধাদির সৃষ্টি করা হবে।"

৭. "সাধারণ শিক্ষার মতো মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় সংস্কার, শিক্ষা উপকরণ, বৃত্তিদান